কুষ্টিয়া পৌর মেয়রসহ পরিবারের সদস্যদের সম্পদের তথ্য চেয়েছে দুদক

কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলীসহ তার পরিবারের চার সদস্যের স্থাবর সম্পদের তথ্য চেয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে এই চিঠি পৌঁছেছে।

দুদকের কুষ্টিয়া সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক নীলকমল পাল জানান, সব প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য পাওয়ার পর মেয়রসহ তার পরিবারের চার সদস্যের কাছে তাদের সম্পদের হিসাব চাওয়া হবে। এরপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জানা গেছে, মেয়র আনোয়ার আলী বর্তমানে জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র হিসেবে আছেন। তার ছেলে পারভেজ আনোয়ার এক সময় ছাত্রলীগ ও যুবলীগের রাজনীতি করেছেন। বর্তমানে কোনো পদে নেই। তিনি গত ৭ জানুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া ৩ (সদর) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন। এই আসনে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ তৃতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মেয়র পুত্র পারভেজ আনোয়ার তনু।

দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় সূত্র জানায়, ২০২২ সালের জুলাইয়ে দুদকের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলী, তার স্ত্রী আকতার জাহান, ছেলে পারভেজ আনোয়ার তনু ও ছেলের স্ত্রী নোশিন শারমিনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ আসে। তাদের বিরুদ্ধে পৌরসভার আদায় করা অর্থ উন্নয়নকাজে ব্যবহার না করে ভুয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমে আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু হয়। এ ধারাবাহিকতায় অভিযোগের অনুসন্ধান করতে নীল কমলকে কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

১ এপ্রিল ওই কর্মকর্তা ওই ব্যক্তিদের স্থাবর সম্পদ অর্জন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চিঠি দিয়েছেন। জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা রেজিস্ট্রারসহ দেশের বিভিন্ন ব্যাংকে ওই চিঠি দেওয়া হয়েছে। এতে তাদের নামে

কোনো জমি, প্লট, ফ্ল্যাট, দোকান বা কোনো স্থাপনা বরাদ্দ বা কী পরিমাণ টাকা রয়েছে, তার তথ্য চাওয়া হয়েছে।

এসব তথ্যের রেকর্ডপত্রের মূল কপির সত্যায়িত ছায়ালিপি চাওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে সর্বোচ্চ সাত কর্মদিবসের মধ্যে এই তথ্য দিতে বলা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট শাখায় ভল্ট ভেঙে টাকা চুরি

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট শাখায় ভল্টের তালা ভেঙে প্রায় ৫ লাখ ২৭ হাজার টাকা চুরির অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার নন্দলালপুর ইউনিয়নের আলাউদ্দিন নগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আজ বুধবার দুপুরে সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, একটি জানালার গ্রিল কাটা। ভল্টের তালা ভাঙা, সিসিটিভির ডিভিআর নেই। অগোছালো আলমারি। উৎসুক জনতা ভিড় করতেও দেখা গেছে।

এ সময় এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার ইনচার্জ মো. শামসুল আলম জানান, প্রতিদিনের মতো সকালে অফিস খোলার পর দেখেন ব্যাংকের আলমারী তছনছ। ভেতরে গিয়ে দেখেন জানালার গ্রিল কাটা, ভল্টের তালা ভাঙা। ভল্টে রাখা পাঁচ লাখ ২৩ হাজার ৬৮৪ টাকা নেই। সিসিটিভির ডিভিইয়ার নেই। আলমারি অগোছালো।

তিনি আরও বলেন, আমাদের নিজস্ব নৈশ প্রহরী না থাকলেও বাজারের নৈশ প্রহরীরা পাহারা দিয়ে থাকে। তাঁর ভাষ্য, রাতের আধারে ব্যাংকে চুরির ঘটনা ঘটেছে। তিনি থানায় মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আকিবুল ইসলাম জানান, চুরির ঘটনাটি রহস্যজনক মনে হচ্ছে। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ঘটনার

গভীর তদন্ত চলছে। এখনও লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

মিরপুরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে দেশে কৃষিতে বিপ্লব ঘটে বলে জানিয়েছেন কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের সংসদ সদস্য মোঃ কামারুল আরেফিন।

তিনি বলেন, কৃষিবান্ধব সরকার ক্ষমতায় রয়েছে বলেই কৃষকদের এখন আর সার নিয়ে সমস্যা হয় না। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে দেশে কৃষিতে বিপ্লব ঘটে।

আজ বুধবার সকালে মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে ২০২৪-২০২৫ মৌসুমে (অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪) উফশী আউশ ধান,পাট গ্রীষ্মকালীন পেয়াজের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনার আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ ও রাসয়নিক সার বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃষিবান্ধব নীতি মেনেই সরকার কৃষি উন্নয়নে বিভিন্নখাতে ভর্তুকি দিচ্ছে। আর কৃষি খাতে ভর্তুকি দেয়ায় কৃষকরা কৃষি কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছে বলেই বাংলাদেশ আজ খাদ্য ঘাটতির দেশ থেকে খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিনত হয়েছে।

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বিবি করিমুন্নেসার সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ আব্দুল্লাহ আল মামুন, অতির্কি কৃষি অফিসার মতিয়র রহমান, উদ্ভিদ সংরক্ষণ অফিসার মাহিরুল ইসলাম, মিরপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসারসহ সংশ্লিষ্টরা।

মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান,

মিরপুর উপজেলাতে ৭ হাজার ৪০০জন কৃষককে ৫ কেজি করে উফশী আউশ বীজ ও ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার এবং ২ হাজার ৭শ জন কৃষককে উফশী পাটবীজ প্রত্যেককে এক কেজি করে এবং ৫০ জন কৃষককে এক কেজি করে গ্রীষ্মকালীন পেয়াজ বীজ বিতরণ করা হয়।

কুষ্টিয়ায় পৃথক ঘটনায় পুকুরে ডুবে ৩ শিশুর মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় দুই উপজেলায় পৃথক ঘটনায় পুকুরের পানিতে ডুবে ৩ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (১ এপ্রিল) সকাল ১০টা ও দুপুর ১২টার দিকে কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলা ও হরিনারায়নপুরে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, আজ সোমবার সকাল ১০টায় খেলাধুলা করতে গিয়ে খোকসা উপজেলার কোমরভোগ গ্রামের শয়ন হোসেনের আড়াই বছর বয়সি মেয়ে জান্নাতী খাতুন, রতন হোসেনের সাড়ে তিন বছরের মেয়ে মুসলিমা খাতুন পুকুরের পানিতে পড়ে মারা যায়। তাদের এমন মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহতের বাড়িতে শোকার্ত স্বজনদের আহাজারি-কান্নায় পরিবেশ ভারি হয়ে উঠেছে।

এদিকে, খেলার সাথীদের সঙ্গে দুপুর ১২টার দিকে পুকুরে গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে রিয়াসাদ (১০) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রিয়াসাদ হরিনারায়ণপুর ইউনিয়নের বর্তমান ইউপি সদস্য ইন্তাজ শেখের ছোট ছেলে। সে শিবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র।

এ বিষয়ের সত্যতা নিশ্চিত করে খোকসা ও সদর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা জানান, নিহতের পরিবারের কোনো অভিযোগ নেই। ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ দাফন করা হবে।

জমে উঠেছে কুষ্টিয়া মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ কাপড়ের হাট

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কাপড়ের বাজার কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ কাপড়ের হাট। আসন্ন ঈদকে সামনে রেখে প্রতিদিনই বাড়ছে বেচাকেনা। শুধু পাইকারি নয়, এই হাটে খুচরাও বিক্রি বেড়েছে। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দোকানগুলোতে বেচাবিক্রি চলে।

প্রতি বছরের মতো এ বছরও নিত্যনতুন ডিজাইনের কাপড়ের পসরা সাজিয়ে বসিয়েছে দোকানিরা। ফলে ক্রেতাদের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে বাজার।

জানা যায়, প্রায় অর্ধ শতাধিক বছর আগে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহে গড়ে ওঠে পাইকারি কাপড়ের হাট। সপ্তাহের বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার পরপর এই তিনদিন এখানে হাট বসে।

দামে সাশ্রয়ী হওয়ায় কুষ্টিয়াসহ পার্শ্ববর্তী জেলার মানুষ এই হাটে কাপড় কিনতে আসেন। এছাড়া পাইকারি বাজার হওয়ায় আশপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যবসায়ীরাও আসেন এখানে। এই হাটে গজ কাপড়, থান কাপড়, পাঞ্জাবির কাপড়, থ্রিপিচ, শাড়ি, সুতির কাপড়, জাকাতের কাপড়, মশারি, কোর্ট, প্যান্ট ও শার্টের পিচ, লুঙ্গি, রেডিমেট পোশাক পাওয়া যায়। সপ্তাহের বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার পোড়াদহ কাপড়ের হাট বসে। এই হাটে প্রায় ২ হাজার দোকান আছে।
যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে প্রায় ১৫-২০ হাজার লোকের।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম এই পাইকারি পোশাকের বাজার পোড়াদহের কাপড়ের হাট। ঈদকে সামনে রেখে দেশের হাজার হাজার পাইকাররা শাড়ি, পাঞ্জাবি, লুঙ্গি, গামছা, বেডশিট, থ্রিপিস, টুপিস, প্যান্ট-শার্ট পিসসহ বিভিন্ন ধরনের বাহারি পোশাক কিনতে ছুটে আসেন এই হাটে।

নিত্যনতুন ডিজাইনের কাপড়ের পাশাপাশি দাম কম হওয়ায় দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসেন তারা। সুলভ মূল্যে এ সকল পণ্য কিনতে পেরে খুশি পাইকার ও সাধারণ ক্রেতারা।

বর্তমানে এই হাটে পাইকারি হিসেবে থ্রিপিস বিক্রি হচ্ছে ৪০০ থেকে

সর্বোচ্চ ২০০০ হাজার টাকা, লুঙ্গি ১৮০ থেকে ৭০০ টাকা, শাড়ি ৩৫০ থেকে ২০০০ টাকা এবং পাঞ্জাবি বিক্রি হচ্ছে ২৫০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত।

এছাড়াও অন্যান্য পণ্য হাতের নাগালে পাওয়া যায়। ঈদকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও চাঁদরাত পর্যন্ত দেড় থেকে দুইশো কোটি টাকা বিক্রির আশা করছেন এখানকার ব্যবসায়ীরা।

পোড়াদহ বাজারের সবচেয়ে বড় শাড়ি, থ্রিপিস, শার্ট পিস, পাঞ্জাবির মোকাম অঙ্গশোভায় গিয়ে দেখা গেছে, দোকানে প্রচণ্ড ভিড়। কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মশান থেকে ঈদের কেনাকাটা করতে আসা বিপুল হোসেন বলেন, ‘পোড়াদহ কাপড়ের হাটে কেনাকাটা করার মজাই আলাদা। আমি প্রতিবছর পরিবারের জন্য এখান থেকেই কেনাকাটা করি।’

জাকাতের কাপড় কিনতে আসা ইয়াসিন আলী বলেন, ‘দামে সাশ্রয়ী হওয়ায় আমি এখান থেকে কাপড় কিনি।’

মেহেরপুর থেকে আসা পাইকারি কাপড় ব্যবসায়ী সাব্বির ইসলাম বলেন, ‘আমরা এখান থেকে পাইকারি কাপড় কিনি। কম দামে বেশ ভালো কাপড় পাওয়া যায়।’ তিনি বলেন, এই হাট থেকে আমি বিভিন্ন আইটেমের থ্রি-পিসসহ অন্যান্য কাপড়চোপড় কিনেছি। এলাকায় আমার দোকান আছে, সেখানে এগুলো বিক্রি করবো। ভালোই লাভ হয়।

সেতু গার্মেন্টসের মালিক আমজাদ হোসেন বলেন, ‘হাটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভালো হাওয়ায় প্রতিদিনই বিভিন্ন স্থান থেকে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরা এখানে কাপড় কিনতে আসেন।’

হাটে আসা ক্রেতা হাফিজুর রহমান বলেন, আমরা এই হাটে ঈদের মার্কেট করতে এসেছি। এক দোকান থেকে অন্য দোকানে গিয়ে কাপড় দেখছি। যেটা ভালো লাগে সেটা কিনবো। তবে তুলনামূলক মোটামুটি সকল কাপড় সাশ্রয় মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।

কেনাকাটা করতে আসা আফরোজা খাতুন বলেন, শুনেছি পোড়াদহ হাটে কম দামের কাপড় সস্তায় পাওয়া যায়। আমরা এখানে আসি কম দামে কাপড় কেনার জন্য। এখানে অনেক ভালো ভালো কোয়ালিটির কাপড়ও বিক্রি হয়।

কাপড়ের হাটের ব্যবসায়ী ছালেহা বস্ত্র বিতানের স্বত্বাধিকারী মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, রমজানের অর্ধেকের বেশি চলে গেলেও বেচাকেনা বেশ ভালোই হচ্ছে। পোড়াদহ কাপড়ের হাটটি পাইকারি মার্কেট। যার

কারণে এক দামে কেনা-বেচা হয়। তাতে ক্রেতাদের ঠকার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এ জন্য উৎসব মুখরভাবে ম্যাক্সিমাম যারা ক্রেতা, তারা সরাসরি হাটে চলে আসে।

পোড়াদহ কাপড়ের হাট মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনি খা বলেন, এই হাটে প্রচুর লোকের সমাগম হয়। দেশের দূরদূরান্ত জেলা থেকে ব্যবসায়ীরা কেনাকাটা করতে আসে। ঈদকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও চাঁদরাত পর্যন্ত দেড় থেকে দুইশো কোটি তাকার কাপড় বিক্রি হবে।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিরপুর সার্কেল) আব্দুল খালেক বলেন, ‘পোড়াদহ হাটে পুলিশের টহল ও গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। এছাড়াও সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে।’

চর্যাপদ কুষ্টিয়ার আয়োজনে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা

চর্যাপদ কুষ্টিয়ার আয়োজনে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম।

এসময় তিনি বলেন, সাংস্কৃতিক চর্চা বেগবান করতে কাজ করতে হবে। এই কুষ্টিয়া যখন নদীয়া জেলা ছিলো তারও আগ থেকে এই কুষ্টিয়ায় সাংস্কৃতিক চর্চা হতো, সেই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

তিনি বলেন, কুষ্টিয়ায় একসময় অনেক সংগঠন ছিল। কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ঝিমিয়ে পড়েছে এসব সংগঠন। কুষ্টিয়ায় অনেক শিল্পপতি রয়েছে তাদের এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি।

চর্যাপদ কুষ্টিয়ার সংগঠন তাদের চর্চা অব্যহত রাখায় ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি আরও বলেন, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি আবৃত্তি চর্চাও নিয়মিত করতে পারি তাহলে সাংস্কৃতিক কর্মীরাও তাদের

মননশীলতাকে জাগ্রত করে তুলবে।

অন্যান্য জেলা আমাদের এই কুষ্টিয়ার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে গেলে তারা মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে শোনেন। কারন কুষ্টিয়ার ভাষা নাকি অনেক সুন্দর। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এ জেলা থেকে উঠে এসেছে অনেক প্রতিভাবান সাংস্কৃতিক কর্মী।

চর্যাপদ কুষ্টিয়ার সভাপতি আনোয়ার কবির বকুলের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা ও জেলা কালচারাল অফিসার সুজন রহমান, খলিলুর রহমান মজু, শেখ আক্তার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) মীর আতিক আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক প্লাবন দে রুদ্র, সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল হোক, জাহিদুল ইসলাম রনি সহ অন্যান্যরা।

পরে দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার উদ্যোগে কামারুল আরেফিন এমপিকে সংবর্ধনা

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের সংসদ সদস্য ও রোটারিয়ান কামারুল আরেফিন বলেছেন, রোটারিয়ানরা সব সময় আর্তমানবতার কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। কোনো প্রতিদান নয়, মানুষ হিসেবে মানুষের সেবা করার মনোভাব থেকেই রোটারিয়ানরা কাজ করে থাকেন।

আজ শুক্রবার বিকেলে শহরের খেয়া রেস্তোরাঁয় রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার সাপ্তাহিক মিটিং ও ইফতার মাহফিল এবং ক্লাব সদস্য কামারুল আরেফিন এমপি নির্বাচিত হওয়ায় সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে রোটারিয়ানরা মানবসেবায় নানামুখী কাজ করে চলেছে। ত্রাণ বিতরণ, দুস্থ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, চিকিৎসাসেবা, শিক্ষাবৃত্তি প্রদানসহ নানামুখী সেবামূলক কার্যক্রমে রোটারিয়ানরা সুদীর্ঘ কাল থেকে অবদান রেখে চলেছে।

এমপি বলেন, দীর্ঘ ৪৯ বছর পর মিরপুর উপজেলায় আওয়ামী লীগের কেউ এমপি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি। এমপি হিসেবে আমি মিরপুর ভেড়ামারা উপজেলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চাই।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, রোটারি ডিষ্ট্রিক ৩২৮১ ডেপুটি কমান্ডার, অজয় সুরেকা, রোটারিয়ান আব্দুল খালেক, পাস্ট প্রেসিডেন্ট আকাম উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল আলম টুকু প্রমুখ।

রোটারি ডিষ্ট্রিক ৩২৮১ ডেপুটি কমান্ডার ও জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ অজয় সুরেকা বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে এই আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রোটারি ক্লাবের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি। নানামুখী সেবামূলক কার্যক্রম করতে হয়েছে আমাকে। একজন মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সেই জায়গা থেকে রোটারিয়ানরা সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব পালন করে চলেছে বলেও জানান তিনি।

তিনি বলেন, আজকের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত কামারুল আরেফিন এমপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান থেকে আজকের এই (মিরপুর ভেড়ামারা) দুই উপজেলার জননেতা এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, হেভিওয়েট নেতাকে পরাজিত করে বিপুল ভোটে এমপি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী ৫ বছর এই দুই উপজেলায় ব্যাপক উন্নয়নমুলক কাজ করবে এই কামারুল আরেফিন এমপি।

সভায় সভাপতিত্ব করেন রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার প্রেসিডেন্ট মোসাদ্দেক আলী রিপন। রিপোর্ট পেশ করেন রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার সেক্রেটারী রকিবুজ্জামান সেতু।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, রোটারিয়ান কাজী শামসুন্নাহার আলো, আকরাম হোসেন বাবু, আবু হাসান লিটন, মিঠু, ডাঃ বিশ্বনাথ পাল, তুষার রতন, রোয়াইম রাব্বি, বরেন পোদ্দার, ফরহাদ আলী খান, জাকিরুল ইসলাম জাকির, জাহিদুল ইসলাম রনি, জেসমিন হোসেন মিনি, গোপা সরকার, খেয়া রেস্তোরাঁর জেনারেল ম্যানেজার সাইদুল বারী টুটুল সহ রোটারী ক্লাব অব কুষ্টিয়ার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এরআগে সংসদ সদস্য কামারুল আরেফিনকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও সম্মাননা স্মারক ক্রেস্ট তুলে দেন রোটারী ক্লাব অব কুষ্টিয়ার নেতৃবৃন্দ।

যেকোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একজন নারী নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারছে: কামারুল এমপি

কুষ্টিয়া-২(মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের সংসদ সদস্য কামারুল আরেফিন বলেছেন, যেকোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একজন নারী নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারছে।

তিনি বলেন, এখন আর নারীদের বসে থাকার সময় নেই, যেকোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একজন নারী নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারছে এবং অর্থনৈতিকভাবে নিজে স্বাবলম্বী হয়ে পরিবার ও দেশের কাজে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে জাতীয় মহিলা সংস্থা কুষ্টিয়া জেলা কেন্দ্রের তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্পের আয়োজনে মিরপুর উপজেলা পরিষদের হলরুমে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করছে আর তা সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করে নারীরা যাতে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে সেজন্য কাজ করে যাচ্ছে।

জাতীয় মহিলা সংস্থা কুষ্টিয়া জেলার সভাপতি জেবুন নেসা সবুজের সভাপতিত্বে এসময় মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) আবুল কাশেম জোয়ার্দার, মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিবা খাতুন, জাতীয় মহিলা সংস্থা কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের নির্বাহী কর্মকর্তাসহ তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় মহিলা সংস্থা কুষ্টিয়া জেলার সভাপতি জেবুন নেসা সবুজ বলেন,

কুষ্টিয়ায় তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্পের আওতায় নারীদের বিউটিফিকেশন, ফ্যাশন ডিজাইন, ক্যাটারিং, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ই-কর্মাস, ইন্টেরিয়র ডিজাইন অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এই ৫টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে আর এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অসংখ্য নারী তাদের কর্মসংস্থানের নতুন যাত্রা শুরু করেছে। এবং এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নারীদের দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে আর ব্যবসা ও কর্মসংস্থানের কলা কৌশল শিখে তৃণমূল পর্যায়ের নারী উদ্যাক্তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন তরান্বিত হচ্ছে।

কুষ্টিয়ায় অবৈধ ট্রলির ধাক্কায় স্কুল শিক্ষার্থী নিহত

কুষ্টিয়ায় স্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ ট্রলির ধাক্কায় আলী হোসেন
(১৪) নামে এক স্কুল শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ মার্চ) সকালের দিকে শহরের হরিশংকরপুরে এলাকায় এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আলী হোসেন কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের সাঁওতা কারিগরপাড়া গ্রামের কাপড় ব্যবসায়ী হাসান আলীর ছেলে এবং সে সাঁওতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, স্কুল শিক্ষার্থী আলী হোসেন নিজ বাড়ি থেকে বাইসাইকেল যোগে কুষ্টিয়া শহরের যাওয়ার পথে হরিশংকরপুর এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা ইট বোঝায় ট্রলি তাকে ধাক্কা দেয়। এতে স্কুল ছাত্র রাস্তায় ছিটকে পড়ে ট্রলির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ সোহেল রানা বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ থাকলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় জাতীয় কবিতা মঞ্চের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা

এসএম জামাল: ‘কবিতা হোক অধিকার আদায়ের শ্লোগান’ এই শ্লোগানকে উপজীব্য করে ‘জাতীয় কবিতা মঞ্চ’ কুষ্টিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একইসাথে ইফতার মাহফিল, স্বরচিত কবিতাপাঠের আসর বসে।

সোমবার বিকেলে কুষ্টিয়া শহরের আঞ্জুম’স কিচেনে এ ইফতার মাহফিল, স্বরচিত কবিতাপাঠ এবং সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় কবিতা মঞ্চ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি কবি ও লেখক শেখ আক্তার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শাহাবুদ্দিন আহমেদের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন
সহসভাপতি শাকিলা পারভিন দোলা, রেজাউর রহমান খান, কবি নুরুন্নাহার, সহ সাধারণ সম্পাদক এসএস রুশদী, সাংগঠনিক সম্পাদক কার্তিক বিশ্বাস, সাহিত্য সম্পাদক লায়লা আরজুমান বানু, সংগঠনের উপদেষ্টা ওবায়দুর রহমান সহ সংগঠনের সদস্যরা।

বক্তারা সুস্থধারার সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় ‘জাতীয় কবিতা মঞ্চ’ কুষ্টিয়া জেলা শাখা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বক্তারা আরও বলেন, কুষ্টিয়ার মানুষ মানেই বাউল সম্রাট ফকির লালন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন, কবি আজিজুর রহমান। এই কুষ্টিয়া থেকে সাহিত্যঙ্গনেও ভালো কিছু বয়ে এনেছে এবং আগামীতেও বয়ে আনবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।